আজকের কাগজ

তারিখ 28 JUN 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

185

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ দিনব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট

শিক্ষক লাউঞ্জে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হামলা, ভাঙচুর পুলিশ প্রহৃত, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন ছাত্রকে বহিষ্কার করার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা গতকাল কলাভবনে হামলা চালিয়ে শিক্ষকদের কামরা, শিক্ষক লাউঞ্জ ও অফিস ভাঙচুর করেছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হাতে কয়েকজন পুলিশও পিটুনী খেয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কমপক্ষে ১০ রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে। বিক্ষোভ ও ভাঙচুর শেষে এক সমাবেশে তারা বহিষ্কারাদেশের বাতিলের দাবিতে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দেয় এবং ৩ দিনের মধ্যে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানায়।

গত ৩১ মে পদার্থ বিজ্ঞান শেষবর্ষের ছাত্র শেখ আনসার আলী কর্তৃক বিভাগীয় শিক্ষক ডঃ বদরুল ইসলাম প্রহৃত হয়। শিক্ষকের ওপর এই হামলার প্রতিবাদে ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং তার অনার্স ডিগ্রী বাতিলের দাবিতে শিক্ষকরা গত ৬ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট পালন করে। অতপর ২৪ জুন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষ অভিযুক্ত শেখ আনসার আলীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, তার অনার্স ডিগ্রী বাতিল এবং ক্যাম্পাসে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে।

এই বহিষ্কারাদেশের প্রতিবাদে ও বাতিলের দাবিতে গতকাল সকালে শত শত স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হয়। সকাল সাড়ে দশটার দিকে বিপুলসংখ্যক ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কলাভবনের উত্তর দিকের গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা প্রথমেই নিচ তলায় শিক্ষক লাউঞ্জে হামলা চালায়। এ সময় লাউঞ্জে অবস্থানরত শিক্ষক-শিক্ষায়িত্রীদের কেউ আলাপ করছিলেন, কেউ চা খাচ্ছিলেন, কেউ পত্রিকা পড়ছিলেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা লাউঞ্জের ভেতরে প্রবেশ করতেই শিক্ষকরা ভীত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে খোঁজে দৌড়াতে থাকে। শিক্ষিকাদের পাদুকা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কার্পেটের ওপর পড়ে থাকে। ছাত্ররা লাউঞ্জের ভেতরে প্রবেশ করে চেয়ার-টেবিল উল্টে ফেলে ও দরজা ভেঙ্গে ফেলে। এরপর একে একে বিভিন্ন শিক্ষকের কক্ষ, কলা অনুষদ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন এবং প্রক্টরের অফিস ভাঙচুর করে। এ সময় অনেক শিক্ষককে ভয়ে বাইরের থেকে দরজায় তালা দিয়ে ভেতরে চুপ করে বসে থাকতে দেখা যায়। কোনো কোনো শিক্ষককে দেখা ছাত্রদের কাছে কাতর স্বরে হামলা থেকে রেহাই পাওয়ার আকুতি প্রকাশ করতে। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ডাকসু ভবনের সামনে কর্তব্যরত পুলিশ এগিয়ে আসে। তারা কলাভবনে প্রবেশ করে বিক্ষোভকারিদের নিবৃত্ত করতে। অবস্থাটা দাঁড়ায় এরকম পুলিশ যখন নিচ তলায় বিক্ষোভ কারীরা তখন দোতলায় আবার পুলিশ যখন দোতলায় বিক্ষোভকারীরা তখন নিচ তলায় ভাঙচুর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হাতের কাছে পড়লো কলাভবন মেরামতের জন্যে স্তূপীকৃত ইটের স্তূপ। বিক্ষোভকারীরা এর সদ্ব্যবহার করলো পুলিশের ওপর ছুঁড়ে। এই ইষ্টক বর্ষণের ফলে বেশ কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। এদিকে কলাভবনের বাইরে ক্যাম্পাস স্যাডোর কাছে অন্য একদল পুলিশের ওপর ছাত্ররাও ইটের যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস শেল ছুঁড়ে কিন্তু ঝিরঝির বর্ষণের কারণে কাঁদুনে গ্যাস তেমন কাউকে কাঁদাতে পারেনি। কয়েকজন ছাত্রকে দেখা যায় পুলিশের ওপর কারাতে প্র্যাকটিস করতে। প্রায় ৩ ঘন্টাব্যাপী এই ভাঙচুর কর্মসূচি ও পুলিশী তৎপরতায় ছাত্রীরা অংশ নেয়নি কিন্তু সতীর্থদের হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করতে দেখা গেছে।

এরপরে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেয়া এই সিদ্ধান্তকে 'একতরফা ও স্বেচ্ছাচারী' বলে উল্লেখ করেন এবং ডঃ বদরুল আলমের কীর্তিকলাপের তদন্ত দাবি করেন। তারা শিক্ষক সমিতির বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয় এবং আনসার আলীর অনার্স ডিগ্রী ফেরত দেয়ার দাবি করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকালের এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। ডঃ এসএম এ ফায়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কার্যকরী পরিষদের জরুরি স[illegible] এই ভাঙচুর ও শিক্ষকদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে। এদিকে একজন ছাত্রকে বহিষ্কার করার প্রেক্ষিতে গতকালের ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে তারা উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করে এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এ সমস্যা সমাধানের আহবান জানায়। বিবৃতি দাতা হলো গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মো-বি) ছাত্রলীগ (আ-ল) ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন।